বাংলাদেশ ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়
ঢাকা ।

আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ

এফআইডি সার্কুলার নং- ০২

তারিখ: ০৫/০৩/২০০৭

ব্যবস্থাপনা পরিচালক
বাংলাদেশে কার্যরত সকল আর্থিক প্রতিষ্ঠান

প্রিয় মহোদয়,

ঋণ/লীজ হিসাব পুন:তফসিলীকরণের নীতিমালা ।

সম্প্রতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, ভিন্ন ভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ঋণ/লীজ হিসাব পুন:তফসিলীকরণ করছে । ফলে, আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের ঋণ/লীজ শ্রেণীবিন্যাস ও প্রভিশনিং এর সঠিক অবস্থা প্রতিফলিত হয় না । এক্ষণে, ঋণ/লীজ হিসাব পুন:তফসিলীকরণের ক্ষেত্রে শৃংখলা আনয়নের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত নীতিমালা অনুসরণের জন্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে নির্দেশ দেয়া যাচ্ছে:

ক) মেয়াদোত্তীর্ণ কিস্তির অন্যূন ১৫% অথবা মোট বকেয়ার ১০%, এই দু'য়ের মধ্যে যা কম, নগদে পরিশোধের পরেই প্রথমবার পুন:তফসিলীকরণের আবেদন বিবেচনাযোগ্য হবে;

খ) মেয়াদোত্তীর্ণ কিস্তির অন্যূন ৩০% অথবা মোট বকেয়ার ২০%, এই দু'য়ের মধ্যে যা কম, নগদে পরিশোধের পরেই দ্বিতীয়বার পুন:তফসিলীকরণের আবেদন বিবেচনাযোগ্য হবে;

গ) দুইবারের অধিক পুন:তফসিলীকরণের ক্ষেত্রে মেয়াদোত্তীর্ণ কিস্তির অন্যূন ৫০% অথবা মোট বকেয়ার ৩০%, এই দু'য়ের মধ্যে যা কম, নগদে পরিশোধের পরেই পুন:তফসিলীকরণের আবেদন বিবেচনাযোগ্য হবে ।

অযৌক্তিকভাবে বারংবার কোন হিসাব পুন:তফসিলীকরণ করা হলে গুণগতমানের ভিত্তিতে ঋণ/লীজ হিসাব শ্রেণীবিন্যাস করতে হবে ।

যেসব ঋণ/লীজ হিসাব পুন:তফসিলীকৃত হচ্ছে সেগুলির তথ্য (যেমন: হিসাবটি কতবার পুন:তফসিল করা হয়েছে) বাংলাদেশ ব্যাংকের ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো (সিআইবি) তে রিপোর্ট করার সময় মন্তব্যের কলামে উল্লেখ করতে হবে ।

উপরোক্তমতে পুন:তফসিলীকরণের বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্বানুমোদনের আবশ্যকতা রাখবে না, তবে পুন:তফসিলীকরণে পরিচালনা পর্ষদের পূর্বানুমোদন নিতে হবে । এছাড়া প্রত্যেক মাসে পুন:তফসিলীকৃত ঋণ/লীজ হিসাবসমূহের একটি পূর্ণাঙ্গ বিবরণী পরবর্তী মাসের ১০ (দশ) তারিখের মধ্যে অত্র বিভাগে প্রেরণ করতে হবে ।

এই নির্দেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে ।

অনুগ্রহপূর্বক প্রাপ্তি স্বীকার করবেন ।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

(মো: গোলাম মোস্তফা)
উপ-মহাব্যবস্থাপক
ফোন: ৭১২০৯৫৬ ।